শিক্ষক-শিক্ষার্থী হাতাহাতি

ঘটনা তদন্তে ঢাবি কর্তৃপক্ষের তিন সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের বিশেষ সিনেট অধিবেশন চলাকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির সচিত্র খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গেছে। চলছে পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনা। কেউ শিক্ষকদের পক্ষে আবার কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের পক্ষ নিয়ে শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও চড়াও হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এদিকে হাতাহাতির ঘটনা খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটির আহ্বায়ক হলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর ফজলুর রহমান।

আন্দোলনকারীরা বলছেন, ছাত্র প্রতিনিধির অংশ নিশ্চিত করার দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শিক্ষকরা প্রথমে বাধা দেন, পরে চড়াও হন। শিক্ষার্থীদের মারধরেও উদ্যত হন তাঁরা। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা রুখে দাঁড়ালে দুই পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে।

ওদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন, অধিবেশন চলাকালে কোনো ধরনের প্রতিবাদ কিংবা মিছিল ভেতরে যেতে বাধা দেওয়া হয়। তখন গেট ভেঙে শিক্ষার্থীরা প্রবেশের চেষ্টা চালায় এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে। এতে একজন শিক্ষকের হাতের আঙুল ভেঙেছে। আরো দুই শিক্ষক জখম হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে বললেও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। শিক্ষার্থীরা এমন আচরণ করবে ভাবতেও পারিনি।' ঢাবি ক্যাম্পাসে গত শনিবারের ওই ঘটনার কয়েকটি ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুই হাত দিয়ে শিক্ষক এক শিক্ষার্থীর গলা চেপে ধরছেন। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাম ছাত্র সংগঠনের এক নারীকর্মীকে জাপটে ধরেছেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টর রবিউল ইসলাম। আরেক ছবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। আর এসব ছবি নিয়ে সরব ফেসবুক।

সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট : হাতাহাতির ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ সোমবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ইভা মজুমদার এই তথ্য জানিয়ে বলেন, সংবাদ সম্মেলন থেকে পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন না দিয়ে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষকরা মেয়েদের গায়ে হাত তুলছেন, তাদের লাঞ্ছিত করছেন। অথচ আন্দোলন শান্তিপূর্ণই ছিল। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করছে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর